দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

185

ডাকসু নির্বাচন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

খিজির হায়াত মোহাম্মদ লিজু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আসলে প্রত্যেক হলে সকল দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডপরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সত্যিকার অর্থে কর্তৃপক্ষসহ ছাত্র সংগঠনগুলো যদি "নির্বাচন" করার জন্য আন্তরিক হয়, তাহলে তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে। সকলকে আন্তরিকতা, সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যারা অভিযোগ দিয়ে থাকেন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, শুধু অভিযোগের জন্য অভিযোগ করবেন না। একটু উদার হোন, গণতান্ত্রিক আচরণবিধি মেনে চলুন। সহনশীলতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। রাজনৈতিক পরবেশ বজায় রাখার জন্য আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করুন। নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। মিথ্যা অজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা রোধ করুন।

সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, দীর্ঘদিনের জন্য নয়।

এখনও হলগুলোতে যেতে সাধারণ ছাত্ররা ভয় পায়। যারা হলে থাকে না বাসায় থাকে, তারা হলগুলোকে অস্ত্রধারীদের দুর্গ মনে করে থাকে। হলের কথা শুনলে অনেকেই ভয়ে কাঁপতে থাকে এমন ছাত্রের সাথেও আমার পরিচয় হয়েছে। ক্যাম্পাসের সময়টাকে তারা অত্যন্ত ভয়ের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে যায়। সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকে কখন কি হয়। নির্বাচন হবে এবং হলে গিয়ে অমুক মস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দেবে, একথা ভাবতে গিয়ে ভয়ে অনেকেই হলে ভোট দিতে আসে না। অনেক সময় বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের আসতে দিতে চান না। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ডাকসু, হল সংসদের নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যারা ডাকসু বা হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদেরকে সবাই সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাঁরাও নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ডাকসু একটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত জায়গা। সবাই এতে অংশগ্রহণ করতে চায়। কেউ ভোট নিতে, কেউ ভোট দিতে। আমাদের কর্তব্য হলো সকল ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। হলগুলো সম্পর্কে যেহেতু একটি ভীতিকর ধারণা বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি নিজেও মনে করি হলগুলোতে আর ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, প্রয়োজনও নেই। এটা এখন সময় উপযোগীও নয়। তাই কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিকল্প চিন্তা করতে হবে। এজন্যে হলের বাইরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে, যাতে বাইরে অবস্থানকারী ছাত্রদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র কিছুটা হলেও সম্প্রসারিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ভোটকেন্দ্রগুলো তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। শুধু ছাত্রদের হলের ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে হবে এবং ছাত্রীদের হলের ভোট কেন্দ্র ছাত্রীদের হলেই থাকবে। যেহেতু হলের ভোটকেন্দ্রে একসঙ্গে ডাকসু ও হল সংসদের ভোট হয়ে থাকে, সেহেতু বাইরেও তারা একসঙ্গে ডাকসু ও হলসংসদের ভোট দিতে পারবে। বঙ্গবন্ধু হল, জিয়া হল, জসীমউদ্দীন হল, সূর্যসেন হল, মহসিন হলের ভোটকেন্দ্র কলা ভবন লাইব্রেরিতে, এফএইচহল, শহীদুল্লাহ হলের ভোটকেন্দ্র সায়েন্স এনেক্স এ, জহুরুল হক হল, এসএম হল, জগন্নাথ হল টিএসসিতে এবং মেয়েদের হলগুলোতে মেয়েদের ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হলে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হবে বলে মনে করি।

কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। সার্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য এটা বেশ সহায়ক হবে বলে মনে করি। এই প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। সর্বোপরি ডাকসু নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন ছাড়া এই নির্বাচন অসম্ভব। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রচেষ্টা সফল হবে না। নির্বাচনের জন্য নির্বাচন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সকলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভোটাররা যাতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পান। সেদিকে কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতেই হবে। যেখানে গণতন্ত্র নেই, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই, সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া নির্বাচনের ব্যর্থ চেষ্টা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। কর্তৃপক্ষকে তাই অনুরোধ করবো, আগে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, তারপরে নির্বাচন।